চিঠিপত্রে গান্ধীজী

অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

ইংরাজীতে একটি কথা আছে A letter holds a mirror to one's person - অর্থাৎ চিঠি ব্যক্তি-মানসের দর্পন স্বরূপ। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সঠিকভাবে প্রযোজ্য। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে চিঠি লিখেছেন প্রচুর, তাঁর লেখা ও তাঁকে লেখা চিঠিপত্রের বর্তমান সংগ্রহের তালিকা তেত্রিশ হাজারেরও বেশী। তাঁর লেখা চিঠির প্রাপক শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বের সর্ব্বকোণের, সর্ব্বস্তরের, সকল বয়সের মানুষ এবং তাঁর সময়ের কোন বড় মানুষই বোধহয় এই তালিকা থেকে বাদ যাবেন না। কেবলমাত্র হিটলার ও চার্চ্চিল তাঁর পত্রের জবাব দেননি। যদিও পরবর্তীকালে চার্চ্চিল এই বিষয়ে তাঁর গভীর পরিতাপের কথা প্রকাশ করেছিলেন। গান্ধীজী অবশ্যই পত্রবিলাসী ছিলেন না, সম্পূর্ণ প্রয়োজনের তাগিদে, তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রম বিষয়ে অন্যান্যদের ওয়াকিবহাল করতে, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বা মানবতার তাগিদে লিখতে বা পত্রোত্তর দিতে দৈনন্দিন তাঁকে কত চিঠি না লিখতে হয়েছে। এছাড়া আমরা জানি দেশ, জাতি ও মানবতার স্বার্থে দুই মহাদেশ জুড়ে দুটি অন্যায়, শোষণকারী প্রবল পরাক্রম শক্তির বিরুদ্ধে যে অভিনব পদ্ধতিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি, তার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল চিঠির আদান প্রদানের মাধ্যমে তাঁর অবস্থিতি জানানো। চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রমের সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষীয়দের সচেতন করা হত অথবা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হত এবং এই রকম চিঠির সংখ্যাও প্রচুর। বস্তুত আমাদের চিন্তার এমন কোন বিষয় নেই গান্ধীজীর চিঠিপত্রের মধ্যে যা পাওয়া যায় না এবং কত ভাষাতেই এইগুলি লেখা হয়েছে। গুজরাটী ছিল তাঁর মাতৃভাষা, এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের সময়ে তাঁর অনেক সহকর্মী তামিল ও উর্দ্দুভাষী ছিলেন বলে এই দুই ভাষাই তাঁকে আয়ত্ত করতে হয় ও এই দুটি ভাষায় চিঠিও লিখেছেন প্রচুর। ইংরাজী ও হিন্দী ভাষাতেও তাঁর অনেক চিঠি আছে। তাঁর ইংরাজীকে বলা হয় Biblical এবং ১৯৪৭ সালে জীবনের শেষ অংকে বাংলাদেশে নোয়াখালিতে দাঙ্গা প্রশমন করতে গিয়ে কাজ ও যোগাযোগের সুবিধার জন্য তিনি বাংলাভাষাও আয়ত্ত করেন ও কিছু চিঠিও লেখেন। অবশ্য কেবল বিভিন্ন ভাষাতেই নয়, দুই হাতে সমান লিখতে পারতেন গান্ধীজী। প্রতিদিন অনেক লিখেতে হত তাঁকে। অনেক সময়েই ডান হাত ধরে যেত, তখন বাম হাতে লিখতেন তিনি। তাঁর বাম হাতে লেখা চিঠির প্রাপকদের মধ্যে বহু মহাপুরুষও আছেন। গান্ধীজী নিজ হাতে চিঠি লেখা সবিশেষ পছন্দ করতেন, অবশ্য সবসময় এটি সম্ভব হত না ও তাঁর চিঠি লেখায় সাহায্যের জন্য তিন/চারজন সেক্রেটারী সবসময়েই থাকতেন। স্বাস্থ্যের কারণে একবার তাঁকে অনুরোধ করা হয় যে সাধারণ চিঠির উত্তর তিনি আর নিজহাতে দেবেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে গান্ধীজী মত প্রকাশ করেন যে এতে ব্যক্তিগত স্পর্শ থাকে না। তাছাড়া যাঁরা পত্র দেন তাঁরা তাঁর নিজহাতে লেখা উত্তরই আশা করেন। অবশ্য পরে একটি মধ্যস্থতা হয় ও কেবলমাত্র শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানানো ও সই গান্ধীজী নিজের হাতে করতেন।

গান্ধী চরিত্রের মত তাঁর চিঠির ভাষাও স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল এবং শব্দ চয়ণে অদ্ভুত মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন গান্ধীজী। গান্ধীজী লিখিত চিঠিগুলি কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তি-মানসকেই প্রকাশ করে না, এদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব ও ক্রান্তিকারী দিগ্‌দর্শী হিসাবে এদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমরা এই চিঠিগুলিকে কেবল জ্ঞান পিপাসু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রেমী এবং সমগ্র জীবপ্রেমী ও জীবকল্যাণে সতত নিয়োজিত এক আশ্চর্য মহামানবকেই পাইনা যার জন্যে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন্ বলেছিলেন যে আমাদের পরবর্তী বংশধরেরা হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে রক্তমাংশে গড়া এমন একটি মানুষ পৃথিবীর বুকে হেঁটেছিলেন, একজন সমাজপ্রিয় অত্যন্ত মিশুকে ও কৌতুকপ্রিয়, গভীর রসবোধ সম্পন্ন মানুষকে পাই যা সচরাচর কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখা যায় না। কত তাড়াতাড়ি উত্তর দিতেন তিনি অথচ খুঁটিনাটি সম্পর্কে কতখানি সচেতন থাকতেন গান্ধীজী। আর নারীশিক্ষা, নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির জন্যে তাঁর গভীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা কত চিঠিতেই প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে

আশ্রম-ভগিনীদের কাছে লেখা পত্রগুলিতে। শিশুদের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ও প্রেমও কি তাঁর অনেক চিঠি বহন করে না ? গান্ধী চরিত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য 'মাতা গান্ধী'ও অনেক চিঠিতে প্রকাশমান। তিনি যে পত্রোত্তর পেতেন তাতে মজার মজার ঠিকানাও লেখা হয়েছে - কেউ হয়তো তাঁর ছবি এঁকে India বলে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কেউ হয়তো তাঁর নাম বা তাঁর বিশেষ কোন মহৎগুণের কথা উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করেছেন। এগুলি গান্ধীজীর প্রভূত জনপ্রিয়তার কথাও আমাদের জানায়।

অবশ্য কেবল ব্যক্তি-মানস ও ব্যক্তি-জীবন নয়, ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের সমসাময়িক ইতিহাস, রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, চিন্তাভাবনা ও আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও গবেষণার উপাদান হিসাবে এইসব চিঠি ব্যবহৃত হতে পারে বা অন্যান্য সমসাময়িক মহাপুরুষ সম্বন্ধে জানতে আমাদের প্রভুত সাহায্য করে। সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও গান্ধীজী লিখিত চিঠিগুলি দিক্‌দর্শনকারীরূপে পরিগণিত হতে পারে। বস্তুতঃ মানবিক হৃদয়গুণে ভরপুর তাঁর অনেক চিঠিই আমাদের মধ্যে গভীর আবেগের সৃষ্টি করে এবং বিরোধীদের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম অথচ অন্যায়, অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষণ আমাদের আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া অনেক চিঠির সাহিত্যমূল্যও যথেষ্ট এবং সমগ্র বিশ্বের পত্র সাহিত্যে এগুলির স্থান খুবই সম্মানের।

১৯১০ সালের বিভিন্ন সময়ে প্রখ্যাত রুশ উপন্যাসিক টলস্টয়কে লেখা পত্রগুলি যদি অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ক্রান্তিকারী, অভিনব এক মানবিক পদ্ধতির কথা আমাদের জানায় প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রোঁমা রোঁল্যা ও দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে লেখা চিঠিগুলি তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, ঈশ্বর ও মানবপ্রেম এবং মানব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব জ্ঞানের কথা ব্যক্ত করে। ১৯১৫ সালের ১৫ই মার্চ মগনলাল গান্ধীকে লেখা পত্রটি যেমন সত্য ও অহিংসার গভীর তাৎপর্য ও ব্যপ্তিকে আমাদের কাছে তুলে ধরে তেমনি ১৯১৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারকে লেখা চিঠিটি সত্যাগ্রহের উৎপত্তি ও মূল ধারণটি সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করে। বিরোধীপক্ষীয় ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি লেখা গান্ধীজীর প্রতিটি চিঠি, বিশেষ করে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, ডিউক অব্ কেন্ট, লর্ড আরউইন্ , লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো, প্রমুখকে লেখা পত্রগুলি রাজনীতির ইতিহাসে চিরকাল স্থান পাবে। শোষণকারী কাঠামোর প্রতি তীব্র ঘৃণা ও তাকে ধ্বংস করার দৃঢ় সংকল্প অথচ ব্যক্তির প্রতি গভীর প্রেম বা প্রতিরোধী প্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন এইগুলি। Conflict resolution বা বিবাদ মীমাংসায় এর কার্যকারিতার তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিগুলি যেমন কবিগুরুর প্রতি অপার শ্রদ্ধা ও গভীর রসবোধের পরিচয় বহন করে তেমনি জিন্নাকে লেখা বিভিন্ন পত্র দেশের অখন্ডতা রক্ষায় গান্ধীজীর উদ্বেগ ও প্রচেষ্টার কথা ব্যক্ত করে। কোমলতা অথচ দৃঢ়তায় ভরা এইসব পত্র অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। গভীর মতবিরোধের সময়ে সুভাষচন্দ্রকে নিজহাতে সেবা করার ইচ্ছা যেমন পত্রমধ্যে প্রকাশ পায় তেমনি নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষিত পন্ডিত নেহেরুকে বিচ্যুতির জন্য পত্র দ্বারা তিরস্কার করতে গান্ধীজীর সামান্যতম দ্বিধাও হয়নি। সত্যসত্যই গান্ধী চরিত্রের অনন্য দিকগুলি প্রকাশে এইসব পত্রের তুলনা নেই।

ইংরাজী ১৯১৭ সালে পিকিঙে অবস্থিত এক মিশনারী ফাদারের কাছে চিঠির মাধ্যমে যেমন চীনদেশের বিভিন্ন আন্দোলন সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে তেমনি চিকিৎসক কর্ণেল সমশের সিংকে অনুরোধ করা হয়েছে ফলসা ফলের উপকারিতা ও বোটানী নাম জানাতে এবং সহজলোভ্য নানা ফলের খাদ্যগুণ সম্বন্ধে গবেষণা করতে যাতে সাধারণ মানুষকে তাদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা যায়, তেমনি চায়ের পরিবর্ত পানীয় সম্বন্ধে তিনমাস পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে পরিবর্ত পানীয়ের হদিশ দেওয়া হয়েছে প্রশ্নকর্ত্তাকে পত্র মাধ্যমে।

রাজকুমারী অমৃত কাউরকে লেখা পত্রগুলিতে রাজকুমারীকে মজার সম্বোধন যথা 'Idiot', 'Rebel', 'Deceiver', প্রভৃতি ও 'Tyrant', 'Robber', ইত্যাদি বলে সই করা চিঠি তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা

প্রকাশ করে। জেল থেকে লেখা চিঠিতে সবরমতি আশ্রমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 'ছোট্ট পাখীরা' বলে সম্বোধন করে চিন্তার ডানায় ভর দিয়ে তাদের কাছে চলে যাওয়া শিশুদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসাকেই ব্যক্ত করে। আর তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা বা পুত্রদের লেখা চিঠিগুলি কি অদ্ভুত নৈর্ব্যক্তিক অথচ গভীর প্রেম ও মমতা ভরা।

বস্তুতঃ গান্ধী-জীবন, গান্ধী-কার্যধারা এবং বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে যে সত্যনিষ্ঠ, মহাবিপ্লবী, dynamic, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, সত্যান্বেষী এক প্রেমিক ও আধ্যাত্ম মহামানবকে আমরা পাই গান্ধীজী তাঁর চিঠিপত্রের মাধ্যমেও একই রূপে আমাদের কাছে ধরা দেন।